

GEORGE R.R. MARTIN

অনুবাদঃ শোভন



A GAME OF THRONES

DYNAMITE ENTERTAINMENT • ISSUE #6

A GAME OF THRONES

BOOK ONE OF A SONG OF ICE AND FIRE

Based on the novel by
GEORGE R.R. MARTIN

Adapted by
DANIEL ABRAHAM

Art by
TOMMY PATTERSON

Letters by
MARSHALL DILLON

Colors by
IVAN NUNES

Cover by
MIKE S. MILLER

Series Editors:
ANNE GROELL
TRICIA PASTERNAK

Iron Throne image by **TOM HALLMAN**

For more on A Game of Thrones, visit:
WWW.DYNAMITE.NET and **BANTAM-DELL.ATRANDOM.COM**



www.DYNAMITE.net

Follow us on Twitter @[dynamitecomics](https://twitter.com/dynamitecomics)

Nick Barrucci, President
Juan Collado, Chief Operating Officer
Joe Rybandt, Editor
Josh Johnson, Creative Director
Rich Young, Director Business Development
Jason Ulmeyer, Senior Designer
Josh Green, Traffic Coordinator
Chris Caniano, Production Assistant



Certified Chain of Custody
Promoting Sustainable Forestry
www.sfprogram.org

This label only applies to the text section.

GEORGE R.R. MARTIN'S A GAME OF THRONES. Volume 1, Issue #6. First printing. Published by Dynamite Entertainment, 155 Ninth Avenue, Suite B, Runnemede, NJ 08078. Copyright © 2012 by George R.R. Martin. Adapted from his novel A GAME OF THRONES, copyright © 1996. Dynamite, Dynamite Entertainment and the Dynamite Entertainment colophon are ® and © 2012 DFI. All names, characters, events, and locales in this publication are entirely fictional. Any resemblance to actual persons (living or dead), events or places, without satiric intent, is coincidental. No portion of this book may be reproduced by any means (digital or print) without the written permission of Dynamite Entertainment except for review purposes. **Printed in Canada**

For information regarding press, media rights, foreign rights, licensing, promotions, and advertising e-mail: marketing@dynamite.net





ক্রাক



যথেষ্ট হয়েছে।



জারজটা আমার
কন্ডিজ ভেঙে ফেলেছে।

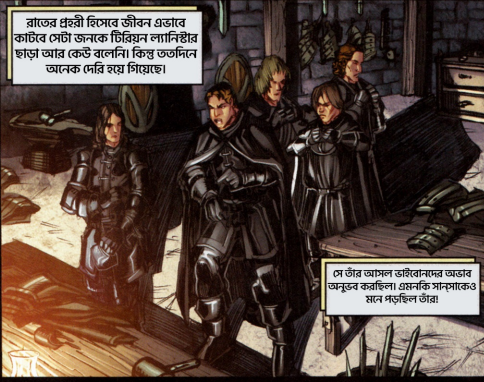
জারজটা তোমার
পায়ের রগ কেটে তোমার খুলি
দুভাগ করে ফেলেছে আর তোমার
হাত কেটে ফেলেছে। তোমাদের
ভলোয়ারগুলো আসল হল
অন্তত এটাই হতো।

ভাগ্য ভালো যে রাতের
প্রহরীদের ব্রফ্রীর পাশাপাশি
আস্তবল রক্ষণাবেক্ষণকারীও
মরকরা।



আজকের মতো যাও।
তোমাদের অযোগ্যতা দেখে
যাওয়ার মতো ষের্য নেই
আমার অরা।

রাতের প্রহরী হিসেবে জীবন এভাবে কাটবে সেটা জনকে চিরিয়ন ল্যানিষ্টার ছাড়া আর কেউ বলেনি। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।



সে তাঁর আসল ডাবিবোনের অভাব অনুভব করছিল। এমনকি সানস্কাও মনে পড়ছিল তাঁর!

কালো দুর্গে উষ্ণতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। পাথরগুলো যেমন শীতল, এখানকার মানুষের মন আরও বেশি শীতল।



তুই আমার কব্জি বেড়ে ফেলেছিস, জারজ কেখাকার।



তোর জন্য আমাদের গালমন্দ খেতে হলো।

আমি আসার আগেও তোমার যোগ্যতা গালমন্দ খাওয়ার মতোই ছিল, ডেড।



পুঁকে লর্ডের ছোড়াটা বেশি কথা বলে।

তোর প্রকটা ফয়সালা করতে হবে।



তোমরা তোমাদের
ঝগড়া আমার অস্ত্রশালার
বাইরে রাখা, নইলে একটু পর
আমাকেও এই ঝগড়ার অংশ
হিসেবে দেখতে পাবে।

প্রিন্স,
তুমি পশ্চিম এইমনকে
তোমার কাজে দেখাও গিয়ে,
আর বাকিরা যারযার ঘরে
ফিরে যাও।

আর শো, তুমি
থাকো।



প্রব্রী
হিসেবে আমাদের
যত সম্ভব জনবল দরকার,
এমনকি টোড ও প্রিন্সের
মতো হলেও।

কথা বলার সময়
আমার দিকে
খেয়াল করো।



এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি
এখানে সারা জীবনের জন্য থাকবে।
আর তোমার জীবনকাল লম্বা না
ক্ষণস্থায়ী হবে, সেটা নির্ভর করবে
তোমার উপর।

তুমি যে পথে
এগুচ্ছে, একদিন
তোমার এই ভাইয়েরাই
তোমার গলায় ছুরি
চলানাবে।



ওরা আমার
ভাই না। ওরা
আমাকে ঘৃণা করে,
কারণ আমার যোগ্যতা
ওদের চেয়ে বেশি।

না, ওরা
তোমাকে ঘৃণা করে কারণ
তুমি সবসময় ওদের কাছে নিজের
যোগ্যতা আঁহির করো। এমনকিই তুমি
একজন আরজ, তারপরে এমন
আচরণ।

"কথাটা ভেবে দেখবে, জন। ওদের কেউই স্যার অ্যালিস্টার খন এর আগে কোন অস্ত্র প্রশিক্ষক পায়নি।"

"ওরা লড়াইয়ের যতটুকু জানে, সেটা শিখাচ্ছে পথেঘাটে মারামারি করে। এখানকার প্রতি কুড়ি জনের একজনও এতটা ধনী ছিল না যে নিজে আসল তলোয়ার কিনবে।"



আসল তলোয়ারের লড়াইয়ে ওরা কেউই টিকবে না, আর সেটা সবাই জানে। আর তুমি ওদের নিয়ে মজা করছো।

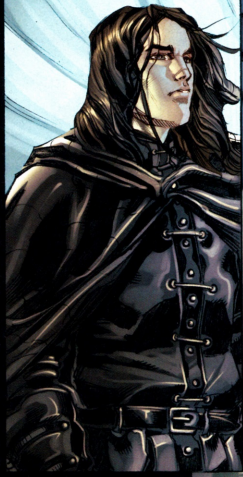
আমি তো...



ব্যাপারটা ভেবে দেখো। নইলে মাথার কাছে একটা ছুরি নিয়ে ঘুমিও।

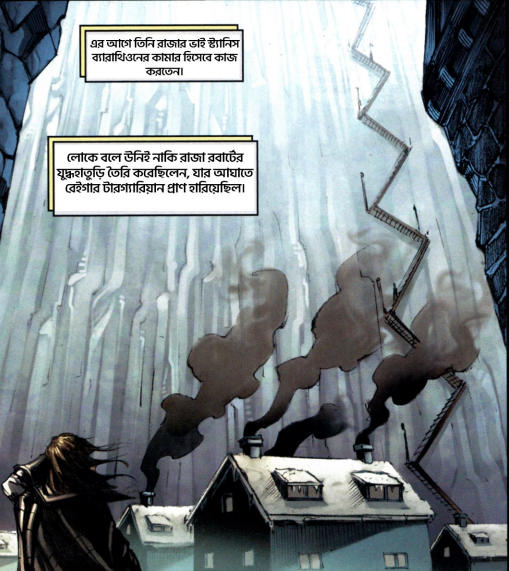
এখন যাও।

ডোনাল নায়ের মুখে জীবনদর্শন মানায়। তিনি জীবনের রূপ দেখেছেন। তিনি প্রকৃত্তি হিসেবে যোগ দিয়েছেন ইন্স'স এন্ড এর অবরোধের সময় এক হাত হারাবার পর।



এর আগে তিনি রাজার ভাই স্ট্যানিস বারায়িংয়ের কামার হিসেবে কাজ করতেন।

লোকে বলে উনিই নাকি রাজা রবার্টের যুদ্ধবৃত্তি তৈরি করেছিলেন, যার আঘাতে বেইগার টারগ্যারিয়ান প্রাণ হারিয়েছিল।





মানুষের স্বভাব কত আজব! একজন একটা মেয়াল তৈরি করে আর একটু পরেই আরেকজন মেয়ালের ওপাশে কি আছে তা জানতে চায়।

অভিযাত্রী রক্ষীদের মতে ওখানে বন, পর্বত আর বরফে জমে থাকা হ্রদ ছাড়া আর কিছুই নেই।



রূপকথার জন্মদের কথা ভুলে যেওনা লর্ড শো! ওগুলোর অস্তিত্ব ছাড়া সবই পানসে।

আমাকে লর্ড শো বলে ডাকবেন না।



তুমি কি তাহলে চাও সবাই তোমাকে "অপয়া" নামে ডাকুক? কেউ তোমার কোন নাম দিলে সেটা গ্রহণ করে নাও, যাতে তঁরা ব্যবহার করে কেউ তোমাকে কষ্ট না দিতে পারে।

তোমার নেকড়েটাকে দেখেছি না।



প্রশিক্ষণের সময় আমি ওকে বেঁধে রাখি। বাকি সময় ও আমার সঙ্গেই থাকে। আমার ঘর হার্ডিয়া টাওয়ারে।



যেটা আমাদের রাজা রবার্ট মাতাল অবস্থায় যেভাবে হলে থাকে, সেভাবে হলে আছে, আর চুড়াটা একটু ভাঙা।



মিনারটা ভেঙে তোমার মাথায় পড়ার আগেই তোমার বাবাকে বেশি করে রাজমিস্ত্রি প্রেস্তার করতে বলবে।

সো, লর্ড কম্যান্ডার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।



আমার চাচর বাপারে?
উনি কি নিরপদে ফিরে
এসেছেন?

তঁারা এখানে এসে পৌঁছাবার তিনদিন পরেই
বেঞ্জেন ষ্টার্ক ছয়জন অভিযাত্রীর দল নিয়ে
দেয়ালের ওপাশের জঙ্গলে অভিযানে বের
হন।



এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। এতদিনেও তঁার
ফিরে না আসার কারণে সবাই কানাকানি করছিল।



জন তঁার সঙ্গে যেতে
চেয়েছিল, কিন্তু বেঞ্জেন
ওর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান
করেছিলেন।

তুমি
এখনো অভিযাত্রী
রক্ষাক্তে পরিণত হওনি, জন।
এখানে সবাই যারযার যোগ্যতা
অনুযায়ী দায়িত্ব পায়।



লর্ড
কমান্ডার দেরি করা
পছন্দ করেন না, আর আমি
পছন্দ করিনা আমার আদেশ
সম্পর্কে প্রশ্ন শুনতে।

খামুন খর্ন, আপনি
ছেলেটাকে ভয় পাইয়ে
দিচ্ছেন।



এ বাপারে কথা বলার কোন
অধিকার নেই আপনার,
ল্যানিষ্টার।

উইন্টারফেল থেকে আজ
সকালে একটা কাক এসেছে
তোমার ভাইয়ের বাপারে সংবাদ
নিয়ে।
মানে, সং ভাই।

ঠিক,
কিন্তু রাজসভায় আমার সে
অধিকারটা রয়েছে। ঠিক লোকের
কানে আমার কথা গেলে আপনি
নতুন কাজকে প্রশিক্ষণ দেয়ার
আগেই প্রাণ হারাবেন।

এবার
শো কে বলুন, বুড়ো ভালুকটা
ওকে কেন ডেকে পাঠিয়েছে।





ও বাঁচবে!

ব্র্যান বাঁচবে!



আমার থেকে দূরে থাক, জারজ কোথাকার!

তোমার কঙ্কির জন্য আমি দুষ্টখিত, প্রেনা রবও আমার উপর একই কৌশল কাজে লাগাতে, আর এতে প্রচুর ব্যাথা আমি জানি।

তুমি চাইলে ওই কৌশলটা প্রতিহত করা তোমাকে শেখাতে পারি।



লর্ড ব্রো এবার আমার পদ দখল করতে এসেছেন।

এই ষাঁড়গুলোকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেয়ে একটা নেকড়েকে সার্কাস দেখানো সহজ।



ভবে
আমি আপনাকে সে
দায়িত্ব দিতে রাজি, স্যার
অ্যালিস্টার। গোষ্টের সার্কাস
দেখেতে আমার ভালোই
লাগবে।



হেহ।
হেহ। হেহ।



হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ



মারাত্মক
একটা ভুল করলে,
লর্ড স্নো।

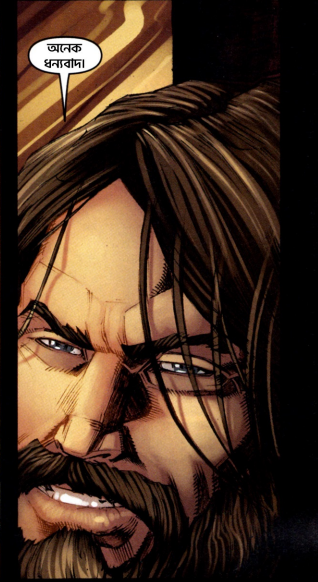
এডভেড লাল দুর্গ এসে পৌঁছালো ক্লাভ, মুখমুগ্ধ ও বিরক্ত মনে। তাঁর হিচ্ছে হচ্ছে গরম পানিতে লম্বা একটা গোসল শেষে যুরগির রোষ্ট খেয়ে পালকের বিছানায় আরাম করে একটা ঘুম দিতে। কিন্তু সেটা আর হলো না।



লর্ড
স্টার্ক, মহাপণ্ডিত পাইসেল
রাজ উপদেষ্টাদের একটা জরুরী
সভা ডেকেছেন।

যত
দ্রুত সম্ভব আপনার
উপস্থিতি কামনা করা
হচ্ছে।

অনেক
ধন্যবাদ।

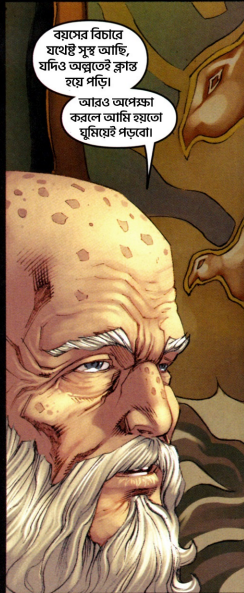


এরপর তিনি ক্লাভ শরীরেই ধার করা পোশাকে লম্বা পা ফেলে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন অন্যান্য সদস্যগণ।



লর্ড
স্টার্ক, আপনার এখানে
আমার পথে ঘটা ঘটনা জেনে
আমি মহাশয়।

আশা করছি
রাজকুমার জর্জি
দ্রুত সারে উঠবেন।





লর্ড ডারিস যা বলতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে টাকা, শশা আর বিচারবিভাগের কাজ আমার ভাইকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাই তিনি এসব আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

যদিও সে নিয়মিত আমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ পাঠায়।



অবিশ্বাস্য...



রাজার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে লর্ড স্ট্রীক এর অভিসেক উপলক্ষে রাজা একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুরস্কার থাকবে নব্বই হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

এটা কি রাজকোষ থেকে যাবে?



কিসের রাজকোষ? আমাদের টাকটা ধর করতে হবে।
লর্ড টাইউইন এমনতেই আমাদের কাছে ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পায়, আর এক লক্ষ ধর নিতে সমস্যা কি?



রাজ্য ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেনা?

রাজ্য মোট ষাট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেনা, যার সিংহভাগই ল্যানিস্টারদের কাছে, লর্ড স্ট্রীক।

অর্থ উপদেষ্টা আর্থের জোগাড় করে দেয় এবং রাজা ও তাঁর সহকারী তা খরচ করেন।



আমি এ ব্যাপারে রাজার সঙ্গে কথা বলবো। এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

এখন আমি ক্লান্ত। আজকের মতো সভা এখানেই শেষ হোক। পর আবার কথা হবে।



আপনি ডুল পথে
যাচ্ছেন, স্ট্রীকা আমার
সঙ্গে আসুন।



এটা তো
আমার ঘরে
যাবার রাস্তা নয়।

তা আমি জানি
আপনার স্ত্রী
অপেক্ষায় রয়েছে-ন।



কি
খেলা খেলতে চাইছে
তুমি, লিটলফিজার?
আমার স্ত্রী এখান থেকে শত
মাইল দূরে রয়েছে।



শেষবারের মতো
অনুরোধ করছি, আসুন। না
এলে তাঁকে আমি আমার
কাছেই রেখে দেবো।



আমরা
দুর্গের বাহিরে আছি।

আপনাকে বোকা
বানানো করতিন কাজ,
স্ট্রীকা। তা, কি দেখে
বুঝলেন? সূর্য, নাকি
আকাশ?

এখান
থেকে আমরা
রওয়ানা হবে।



পতিতালয়? তুমি আমাকে এতদূরে নিয়ে এসেছ পতিতালয় দেখাতে?

এই জায়গাটি আমরা আপনার স্ত্রী ভেতরে আছেন।



এটাই আমার প্রতি তোমার শেষ অপমান। ব্র্যান্ডন অনেক সহনশীল ছিল।

মহামান্য লর্ড, না!



সার রড্রিক? তাহলে কেইটলিন কি আসলেই এসেছে?

তিনি উপরে আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।



চেহারা থেকে রাজার সহকারীর ভাবটা মুছে একটু লম্পট ভাব ফুটিয়ে তুলুন।

এতে আপনার পরিচয় গোপন থাকবে।



নেড...



দ্বিয়তমা...

যাক, আপনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন তাহলে।

আশংকা হচ্ছিলো আপনি কখনো আসবেন ই না।



তুমি কিংস ল্যান্ডিং এ কি করছো? ব্রান কি তাহলে?...



তোমার হাতা এটা কিভাবে হলো?

ব্যাপারটা ব্রানকে নিয়েই, তবে তুমি যা ভাবছো সেটা না।



ব্রানকে হত্যা করার জন্য এই ছুরিটা দেয়া হয়েছিল।
ছুরিটা টিরিয়ান ল্যানিস্টারের।



টিরিয়ন ওকে হত্যা করতে চাইবে কেন? ছেলোদের কেউই তাঁর কোন ক্ষতি করেনি।

কাজটা সে একা করেনি।



ল্যানিষ্টারেরা? রাণী? রাজা ও কাজ করবে না সেটা আমি নিশ্চিত।

আমার বিশ্বাস, রাজা ও ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তিনি তাঁর অপ্রিয় ব্যক্তির সম্পর্কে কোন খোঁজখবরই রাখেন না।



আমি পিটারকে জন অ্যারিনের মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের ধারণার কথা জানিয়েছি। ও আমাদেরকে সাহায্য করবে বলেছে।



ভারিস এ ব্যাপারে কিছু জানে?

আমি একটা নশুংসকের চেয়ে ল্যানিষ্টারদের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতাম।

ভারিসকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।



এখানে থেকে তোমার আর কাজ নেই, তুমি উই-টারফেল ফিরে যাও। একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রেস থাকলে আরও আসতে পারে।

যে ওকে হত্যা করতে লোক পাঠিয়েছিল, সে শীঘ্রই জেনে যাবে যে ও বেঁচে আছে।

হ্যাঁ, মহামান্য লর্ড।



তোমার এ উপকার আমি কখনো ভুলবো না, পিটারা।

ব্যাপারটা কড়িকে বলেনা যেন। অনেক কষ্টে আমি রাজসভার কাছে নিজেকে দুষ্টবড়বের ও নিয়ম হিসেবে প্রমাণ করেছি। আমি আমার ওই অর্জন বুঝা যেতে দিতে চাইনা।



আমার ধন্যবাদও তোমার পাওনা, লর্ড বেইলিশ।

অমূল্য অর্জন! যাই হোক, কেউ খেয়াল করার আগেই আমাদেরকে দূর্গে ফিরে যেতে হবে।

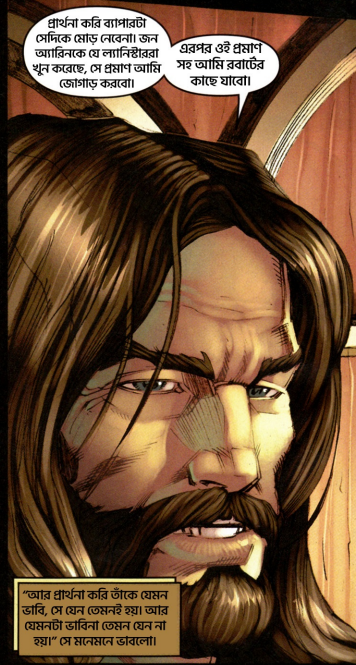
একটু অপেক্ষা করো।



বাড়ি ফিরে তীরন্দাজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুমি সাদা পোতাগ্রয়ের নিরাপত্তা জোরদার করবে।

আর থিওন প্রেজয়কে নিজের কাছাকাছি রেখো। যুদ্ধ বাঁধলে ওর বাবার নৌবহর আমাদের দরকার হবে।

যুদ্ধ?



প্রার্থনা করি ব্যাপারটা সেদিকে মোড় নেবেনা। জন অ্যারিনকে যে ল্যানিস্টাররা খুন করেছে, সে প্রমাণ আমি জোগাড় করবো।

এরপর ওই প্রমাণ সহ আমি রবার্টের কাছে যাবো।

"আর প্রার্থনা করি তাকে যেমন ভাবি, সে যেন তেমনই হয়। আর যেমনটা ভাবিনা তেমন যেন না হয়।" সে মনেমনে ভাবলো।



ডথরাকি
সমূহা



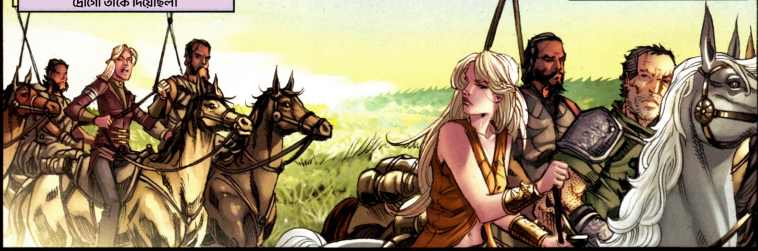
এত
সবুজ!

ফুল ফোটার পর দেখলে
বুঝতেন। যতদূর চোখ যায়
গাঢ় লাল ফুলের সমারোহ।
ঠিক যেন রক্তের সমুদ্র।

আর শুদ্ধ মৌসুমে
এটা ধারণ করে পুরনো
ব্রোঞ্জ এর বস্ত্র।

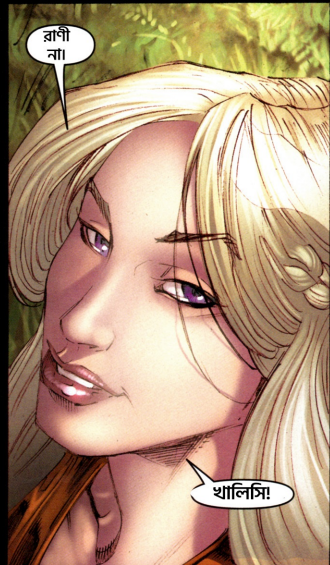
জানি চেয়েছিল ওর ভাই যেন পেন্টোসেই থেকে
যায়। কিন্তু ডিসেরিস তাঁর সিংহাসন না পাওয়া
পর্যন্ত ড্রাগোর পিছু ছাড়বে না, যার প্রতিশ্রুতি
দ্রোগো তাঁকে দিয়েছিল।

কিন্তু সে তাঁর ভাইয়ের প্যানপান
শুনতে রাজি নয়। দিনটা চমৎকার
কাটছিল তাঁরা।



ওদের সবাইকে
এখানে থাকতে
বলুন, এটা আমার
আদেশ।

আপনি রাণীদের
মতো কথা বলতে
শিখছেন।



রাণী
না।

খালিসি!

প্রথমদিন তাঁর খুব কষ্ট হলো।
কোমর ও পায়ে প্রচুর ব্যাথা।
লাগামের কারণে হাতে
ফোঁস, আর মিঠের পেশীর
ব্যাথার কারণে সে ঠিকভাবে
বসতেও পারছিলো না।



আর রোজ রাতে দ্রোগো তাঁর
ভাবতে এসে পেছন দিক থেকে
তাঁর উপর চড়ে বসতো নিজের
ঘোড়ার মতো করে।

কালক্রমে এমন এক দিন এলো যখন
সে এসব সহ করতে না পারে
আত্মহত্যা করার কথা ভাবলো।

ওই রাতে ঘুমানোর পর একটা ভ্রাসন
স্বপ্নে দেখলো সে। এর আগ্রহের মাঝে
সে বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে, অথচ
তাঁর কোন যন্ত্রণা হচ্ছেনা।

সে আগ্রহকে আলিঙ্গন করে
নিলো। আগ্রহে পরিপুষ্ট ও
শক্তিশালী হয়ে উঠলো সে। যেন সে
নিজেকে নতুন রূপে ফিরে পেয়েছে।

এরপর থেকে দিনদিন তাঁর
দিনকাল ভালো কাটতে থাকলো।



বাতাস ছিল মাটি আর ঘাসের গন্ধে
পরিপূর্ণ। তাঁর মনে হচ্ছিলো ঘোড়ার
গন্ধ, তাঁর নিজের ঘাম আর চুলের
তেলের গন্ধ এখনকারই অংশ।



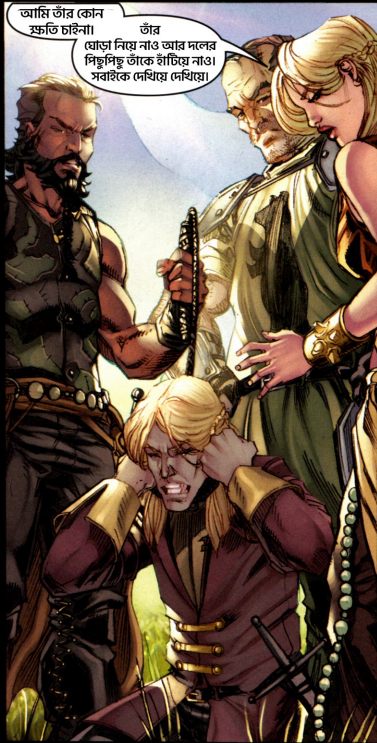
কত্তবড়
সাহস!



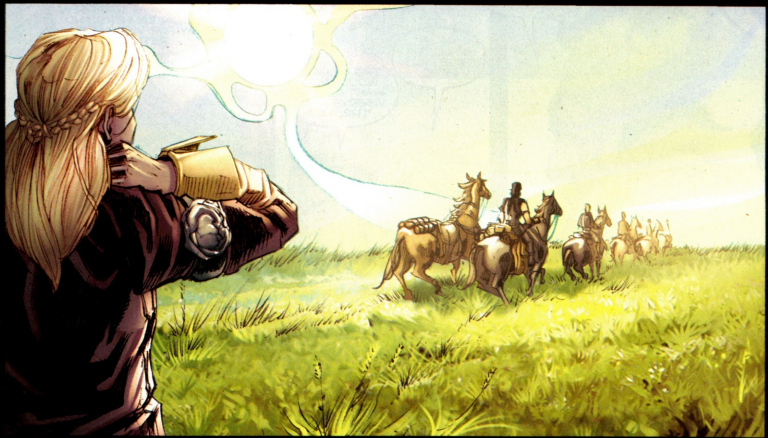
আমি তাঁর কোন
ক্ষতি চাইনা।

তাঁর

ঘোড়া নিয়ে নাও আর দলের
নিচুনিচু তাঁকে হাঁচিয়ে নাও।
সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে।



না!
মরম-ক্ট, ওকে আঘাত
করো। এই ডখরাকি
কুকুরগুলোকে খুন করে ওকে
উচিং শিষ্কা নাও।
রাজা
হিসেবে আমি তোমাকে
আদেশ করছি।



স্যার জোরাদ,
আপনার কি মনে
হয় ফিরে যাবার পর ও
বেগে থাকবে?

আমি
ওর ভেতরকার ড্রাগনকে
জাগিয়ে তুলেছি, তাইনা?



আপনার ভাই
বেইগার ছিলেন শেষ
ড্রাগন, আর তিনি ক্রিশ্ণলের
যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন।

ডিসেরিসের মধ্যে
ড্রাগন তো দূরের কথা,
একটা সালের ভায়াও
আমি দেখি।

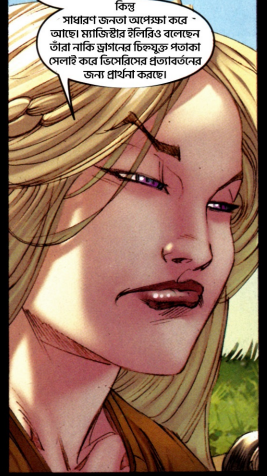
তবুও সেই
প্রকৃত রাজা।
ও...


সত্যি করে
বলুন, আপনি
তাকে রাজা হিসেবে
দেখতে চাইবেন?



ও
রাজা হিসেবে ভালো
করবে না, তাইনা?

ক্রিয়
সাধারণ জনতা অপেক্ষা করে
আছে। ম্যাজিস্টার ইলিরিও বলেছেন
তারা নাকি ড্রাগনের চিকমুক্ত পতাকা
সেলাই করে ডিসেরিসের প্রত্যাবর্তনের
জন্য প্রার্থনা করছে।





সাধারণ জনতা
বৃষ্টি, সূর্য সন্তান আর
অনন্তকাল স্থায়ী গ্রীষ্মের
জনা প্রার্থনা করে।


সিংহাসনে বসা নিয়ে
শাসকদের খেলায় তাঁদের
কিছু যায় আসেনা, যদি
তাঁদেরকে শান্তিতে থাকতে
দেয়া হয়।

যদিও এটা
বিরল।



আর
আপনি কিসের
জনা প্রার্থনা করেন,
স্যার জেরাহ?

বাড়ি।



আমি নিজেও বাড়ি
ফিরতে চাই, কিন্তু আমার
ভাইয়ের কাছে কোন টাকা
নেই। আর তাঁকে একমাত্র
যে নাহিট অনুসরণ করে,
তাঁর কাছে সে একটা সাপের
চেয়েও নগণ্য।

ও আমাদেরকে
কখনোই বাড়ি
ফেরাতে পারবে না।



বুদ্ধিমতী
মিচ্চি।

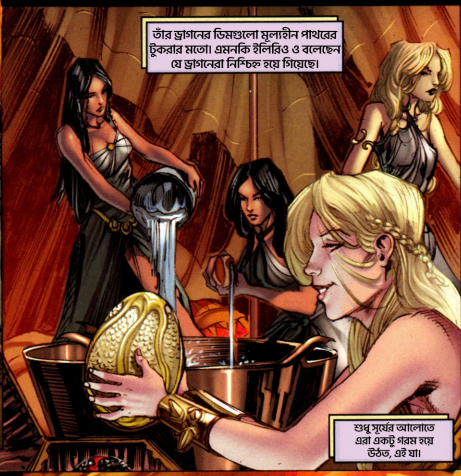


আমি
মিচ্চি নই।

যখন ভিসেরিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে এলো, তখন সবাই জেনে গিয়েছে যে তাঁকে শাস্তিস্বরূপ হাঁটিয়ে আনা হয়েছে।



তাঁর ভ্রাগানের ডিমগুলো মূল্যহীন পাথরের টুকরার মতো। এমনকি ইলিরিও ও বলেছেন যে ভ্রাগানেরা নিশ্চিক হয়ে গিয়েছে।

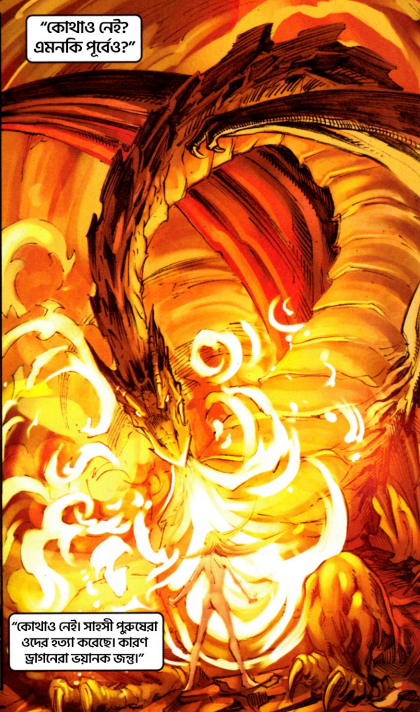


শুধু সূর্যের আলোতে এরা একটি গরম হয়ে উঠত, এই যা।

তুমি কখনো ভ্রাগন দেখেছো?
ভ্রাগনের লোপ পেয়েছে, খালিসি।



“কোথাও নেই? এমনকি পূর্বেও?”



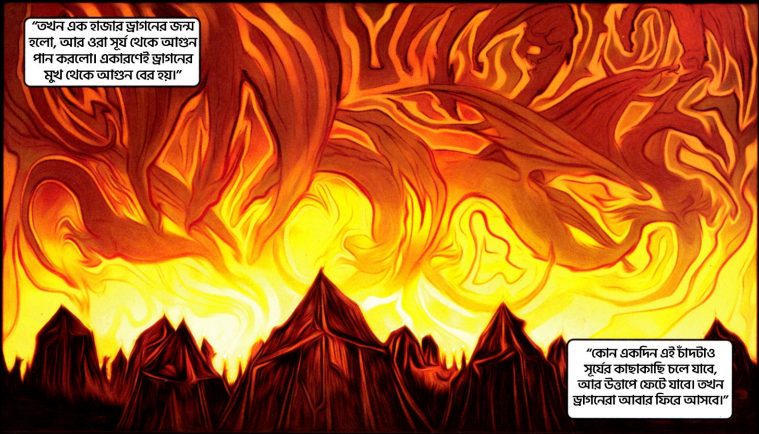
“কোথাও নেই। সাহসী পুরুষেরা ওদের হত্যা করেছে। কারণ ভ্রাগনেরা ভয়ানক জন্তু।”

কার্থ থেকে আসা এক
ব্যবসায়ী আমাদেরকে
বলেছিলেন ভ্রাগনেরা নাকি
চাঁদ থেকে এসেছে।

আকাশে একসময়
দুইটি চাঁদ ছিল। একটি
চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের
খুব কাছে চলে যায়,
আর উত্তপ্ত হয়ে ডিমের
মতো ফেটে যায়।



“তখন এক হাজার ভ্রাগনের জন্ম
হলো, আর ওরা সূর্য থেকে আগুন
পান করলো। একারণেই ভ্রাগনের
মুখ থেকে আগুন বের হয়।”



“কোন একদিন এই চাঁদটাও
সূর্যের কাছাকাছি চলে যাবে,
আর উত্তপ্তে ফেটে যাবে। তখন
ভ্রাগনেরা আবার ফিরে আসবে।”

ডোরেয়াহ্, তুমি কি
একটু থাকবে? কিছু
ব্যাপারে জানার ছিল।


ইরি আর
রিমিকি যাও।



সে রাতে খালি দ্রোগো
এলো। ও তাঁর জন্য
অপেক্ষায় ছিল।


আজ রাতে
আমাদের বাইরে
যাওয়া উচিত, প্রভু।






ডখরািকিদের বিশ্বাস ছিল, সব
গুরুত্বপূর্ণ কাজ খোলা
আকাশের নিচে করা উচিত।


আজ রাতে
আমি আপনার মুখ
দেখতে চাই।



ডখরািকিদের মনে গোপনীয়তা বলে
কিছু ছিল না। সে যখন ডেরেয়াহ
এর কথাগুলো কাজগুলো
করছিলো, তখন সে দ্রোগোর দৃষ্টি
অনুভব করতে পারছিলো।



তীর মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকা কণ্ঠস্থলার এখন
আর কোন মূল্য রইলো না। সে একজন খালিসি,
এখন একমাত্র খালের চোখই তীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।



সে দুরন্তভাবে তীর উপর চড়তে
লাগলো, যেভাবে সে তীর রূপালী
ঘোড়ায় চড়ে। আর নিজের চরম
আনন্দের সময় খাল দ্রোগো তীর
নাম ধরে ডেকে উঠলো।

ডানেরিস!

